০৪-১২-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সদা এই কথা যেন স্মৃতিতে থাকে যে, এ আমাদের ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্ম, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তারপর নিজের রাজ্যে আসতে হবে ।"

প্রশ্ন :- বাবা পাকা ব্যবসায়ী, কিভাবে ?

উত্তর :- যারা এখন ব্যবসা করে, যাদের টাকার নেশা, বাবা বলেন, তোমরা এখানকার রাজত্বই সামলাও । এদের বাবা স্বীকার করেন না । গরীবদেরই বাবা উঁচুর থেকে উঁচু বানান । গরীবদের পাই - পাই সফল করে তাদের সাহুকার বানিয়ে দেন তাই বাবাকে পাকা ব্যবসায়ী বলা হয় ।

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ে গাফিলতি করা একদম উচিত নয় ?

উত্তর :- কোনো কোনো বাচ্চা মুরলী শোনা বা পড়াতে গাফিলতি করে । মুরলী মিস্ করে দেয় । বাবা বলেন বাচ্চারা, এতে গাফিলতি করো না । তোমাদের একটি মুরলীও মিস্ করা উচিত নয় ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বেহদের বাবা জিজ্ঞেস করেন, আর যে সব গুরু গোঁসাই ইত্যাদি আছেন, তারা নিজের অনুসরণকারীদের বাচ্চা বলে না । আজকাল তো অনেক বড় বড় বিদ্বানও ভাষণ করে বা বয়স্ক মাতা অথবা পুরুষ, তাদের কোনো সাহসই হবে না যে বলবে ...হে বাচ্চারা । এই অক্ষর তারাই বলতে পারবে যারা গৃহস্থ ব্যবহারে আছে । বাচ্চা অক্ষর হলো পরিবারের । বাবা বলতে পারেন । ওই সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা তো পরিবারের হয় না । তারা নিবৃত্তি মার্গের । তাই গৃহস্থ ব্যবহারের খেয়াল বুদ্ধিতে আসে না । ইনি তো মাতা - পিতা তাই অবশ্যই বাচ্চা - বাচ্চা বলবে । তোমরাও বুঝতে পারো যে বেহদের বাবা আমরা বাচ্চাদের বসে বোঝান । বাবা জিজ্ঞেস করেন, বাচ্চারা তোমাদের ঘর কোথায় ? পরমধাম বললে কেউ বুঝবে না । বলা উচিত শান্তিধাম, নির্বাণধাম । তোমাদের নিজের ঘরকে স্মরণ করতে হবে । তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন, আমাদের সাজিয়ে ঘরে নিয়ে যাবেন । তারপর আমরা সুখধামে আসবো । এখন তো এ হলো দুঃখধাম । তোমাদের এর সন্ন্যাস করতে হবে । এই বেহদের সন্ন্যাস এক পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউই শেখাতে পারে না । দুনিয়ায় তো হদের অর্থাৎ বাড়িঘরের সন্ন্যাস করানো হয় । ইনি তো মাতা - পিতা, তাই না । মাতা পিতা কিভাবে ঘরবাড়ি ত্যাগ করাবেন । ওদের ধর্ম তো নিবৃত্তি মার্গের । যেমন অন্য অনেক ধর্মে । আর্য সমাজী ....রাধা স্বামী .....কিন্তু রাধার স্বামী কে ? এ কেউই জানে না । বাস্তবে রাধা - কৃষ্ণ হলো প্রিন্স প্রিন্সেস । তারা নিজেরা হলো সখা সখী । তাঁকে রাধার স্বামী বলা হবে না । যখন তিনি রাধার স্বামী হন তখন নাম পরিবর্তন হয়ে লক্ষ্মী - নারায়ণ নাম রাখা হয় । শ্রী নারায়ণ হলেন স্বামী । হ্যাঁ, যতক্ষণ বিয়ে না হয় ততক্ষণ স্বামী বলা হবে না । এ হলো বোঝার কথা ।

বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের শান্তিধাম, সুখধাম স্মরণে আছে কি ? এই রাবণপুরী হলো দুঃখধাম । পুরী হলো থাকার জায়গা । রাবণ পুরীতে রাম - সীতা থাকে না । এমনিতে তোমরা সবাই হলে সীতা আর বাবা বলেন .....আমি হলাম রাম । আমি সীতা রূপী তোমাদের এই রাবণের জেল থেকে উদ্ধার করি । এই যে সম্পূর্ণ দুনিয়া সমুদ্রের মাঝে আছে ....এর উপরই রাবণের রাজত্ব । রামরাজ্য তো সত্যযুগে ছিলো, যেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজত্ব করতেন । এই ভারতেই সেই রাজ্য

ছিলো । কিন্তু সেই সময় অন্য খণ্ড না থাকার কারণে বলা হতো ....এনারা বিশ্বের মালিক ছিলেন। তাঁরা ছিলেন এই ভারতের মালিক, সেই সময় অন্য কোনো খন্ডের নাম নিশানা ছিলো না । তাই তারাই সম্পূর্ণ দুনিয়ার মালিক, সেখানে তোমাদের মিষ্টি জলের উপর রাজত্ব চলতো । তাই এই কথা এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা দরকার যে এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তাই এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমরাই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি । মানুষের বুদ্ধিতে এইসব কথা কিছুই আসে না । তারা শোনা কথাই বলে দেয় । তোমরা জানো যে আমরাই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছি । এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে । আবার নতুন করে এই চক্র শুরু হবে । পুরানো দুনিয়া কলিযুগ থেকে এই নতুন রাজত্ব শুরু হতে পারে না । নতুন চক্র আবার সত্যযুগ থেকে শুরু হবে । এইসব কথা বাচ্চারা, তোমাদেরই বুঝিয়ে বলা হয়, কিন্তু অনেক কথা বাচ্চারা ভুলে যায় । ধারণা না হওয়ার কারণে সেই খুশীর পারদ চড়তে পারে না । আমাদের এখন ৮৪ এবং অন্তিম জন্ম । এরপর আমরা আমাদের ঘরে ফিরে যাবো । যতক্ষণ না মানুষ পবিত্র হবে ততক্ষণ কেউই ফিরে যেতে পারবে না । জন্ম তো নিতেই হবে । তোমরা যারা প্রথমদিকে ছিলে তারাই শেষের দিকে আছো । অন্য ধর্মের লোকেরা এই অন্তিম সময়ে ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ এবং কালে আছে । গুরু নানক যিনি শিখ ধর্ম স্থাপন করেছিলেন, তাঁর আত্মা এখন কোথায় আছে ? তিনিও ভিন্ন ভিন্ন রূপে আছেন । সকলকেই সম্পূর্ণ অভিনয় করতে হবে । এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো ...নতুন দুনিয়াতে যাবার জন্য । শেষে সবাইকেই তাদের হিসেব নিকেশ শোধ করে ফিরে যেতে হবে । গুরু নানকের আত্মা আবার তাঁর সময় অনুসারেই আসবে । সত্যযুগ, ত্রেতা বা দ্বাপরে তিনি আসেন না । তিনি আসেন কলিযুগে । তাঁর নিজের সময় অনুসারে এসে ধর্ম স্থাপন করেন । ক্রমানুসারে অবতারেরা আসেন, যারা এসে নিজেদের ধর্ম স্থাপন করেন । এক নম্বর অবতার হলেন ভগবান । এখন নিরাকার কিভাবে অবতরিত হবেন । তিনি বলেন আমি এই বস্ত্ররূপী শরীরের আধার নিয়েছি । ইনি তাঁর নিজের জন্মকে জানেন না । এনার তো শরীর আছে । গায়নও আছে ....অন্য দেশ থেকে এসেছেন । আর সকলেই তাদের নিজের দেশ নিজের শরীরে আসে । হ্যাঁ, ধর্মস্থাপন অন্যের শরীরে আসতে পারে, তারপর তাঁর নাম হয় । পবিত্র আত্মা এসে প্রবেশ করে । প্রথম যে আত্মা থাকে, সে ধর্ম স্থাপন করে না, যে আত্মা প্রবেশ করে, সেই ধর্ম স্থাপন করে । প্রথমের আত্মারাই সহ্য করে । যেমন ক্রাইস্টের আত্মা এসেছিলেন, তিনি সতোপ্রধান ছিলেন, তাঁকে কিছু সহ্য করতে হয় না । তাঁকে তো প্রথমে সতোতেই আসতে হবে । তাই যে প্রথম আত্মা, সেই সহ্য করে । শরীরের সঙ্গে থেকে আত্মাই তো দুঃখের অনুভব করে । ধর্মরাজও শরীর ধারণ করিয়েই সাজা দেবেন । আত্মাদেরই অনুভব হয় যে সাজা খাচ্ছি তাই বলা হয় পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা । পাপ শরীর বা পুণ্য শরীর বলা হয় না । সন্ন্যাসীরা আবার বলে যে আত্মা নির্লিপ্ত, শরীরেই পাপ লাগে । অনেক প্রকারের গুরু আছে । ব্রহ্মাবাবা অনেক গুরুর অনুভব করেছিলেন । বাবা প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতেন - কেন সন্ন্যাস নিয়েছো ? বাড়িঘর কিভাবে ছাড়লে ? তারা উত্তর দিতো না । তখন আমি বলতাম, আমি কিভাবে বুঝবো যে আমি করতে পারবো কিনা ? বাবা খুব বুঝে বুদ্ধির সঙ্গে এই কথা বলতেন । এখন বুঝতে পারো যে এই মনুষ্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ ঝাড়ের এখন জর্জরিভূত অবস্থা । এখন আবার নতুন করে শুরু হতে হবে । প্রলয় তো আর হয় না । শাস্ত্রে মহাপ্রলয় দেখানো হয়েছে । তা তো হয় না । বলা হয়....শ্রীকৃষ্ণ সাগরে অশ্বত্থ পাতায় ভেসে এসেছিলেন । এ সবই হলো গল্পকথা ।

বাবা বলেন -- আমি আসিই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে । সবসময় প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ ...পালন ..এইভাবে বলা উচিত । এমন নয় যে প্রথমে স্থাপনা তারপর পালন

তারপরে বিনাশ বলবে । তো কোনো সচেতন মানুষ শুনলে বলবে, এই তিন হয়ে পড়ে রয়েছে । স্থাপনা, পালন তারপরে বিনাশ কিভাবে হবে ! তাই কায়দা করে সঠিক অক্ষর বলতে হবে । স্থাপনা – বিনাশ – পালনা । এখন উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা তোমাদের শ্রীমত দিচ্ছেন । তিনি দেন ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা যেই শরীর ফিক্সড থাকে । যারা সচেতন বাচ্চা, তাদের যদি কোনো রায় নেওয়ার থাকে তাহলে এই শ্রীমতই নেবে । শ্রীমত অনুযায়ী চললে কখনো ধোকা খাবে না । এই শ্রীমত শিববাবার । বাবা থোড়াই দূরে আছেন । বাবা দেখেন বাচ্চারা ভুল পথে চলে নাকি ঠিক পথে । প্রত্যেকেই সার্জেনের রায় পেতে পারে । ইনি হলেন সবথেকে বড় সার্জেন । কোনো বিষয়ে অসুবিধা হলেই মনে করবে বাবা বসে আছেন । শ্রীমত অনুযায়ী চলতে থাকো । মনে করো কোনো বাচ্চা গরীব, ধারণা ভালো সেবা পরায়ন, কিন্তু গরীব হওয়ার জন্য সে এসে মিলিত হতে পারবে না এমন নয়, এরাও টিকিট পেতে পারে । বাবা তো গরীবের ভগবান । বাবার তো এমনই বাচ্চার প্রয়োজন যারা গরীবের থেকেও গরীব হবে কিন্তু এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে তারা উঁচুর থেকেও উঁচু হতে পারে । আজকাল সবাই গরীব । দশ বা কুড়ি লাখ তো কিছুই নয় । দশ বা কুড়ি কোটি হলে সাহুকার বলা হয় । বাবা বলেছেন – অতি বড়লোক বা ধনী ব্যক্তি এই আশীর্বাদী বর্সা নিতে পারে না । তারা সবকিছু সমর্পণ করতে পারে না । না বাবা তার অনুমতি দেন । গরীবদের প্রতিটি অর্থ সফল হয় । দরকার নেই, বাবাও এক পাকা ব্যবসায়ী তাই ধনী ব্যবসায়ীরা আসেই না । বাবা বলেন, তোমরা এখানে তোমাদের রাজত্বই সামলাও ।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এসে তোমাদের সব বেদ, শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন । বাবা এও বুঝিয়ে বলেন – বিষ্ণুর ব্রহ্মা হতে পাঁচ হাজার বছর লাগে আর ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে এক সেকেন্ড .....আর কেউই এই কথা বুঝতে পারে না । বাবা কতো ভালো করে এই হিসেব বুঝিয়ে বলেন । বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ৮৪ জন্মের পরে ব্রহ্মা নির্গত হয় । এখন যাঁরা ব্রহ্মা সরস্বতী তারাই পরবর্তীতে লক্ষ্মী – নারায়ণ হন । প্রথমে সূর্যবংশী রাজত্ব তারপর চন্দ্রবংশী । এই সারা চক্র এখন আমাদের বুদ্ধিতে আছে । ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা .....এই বিষয় খুব সুন্দর । সমস্ত চক্রের রহস্য এর মধ্যে এসে যায় । এই সমস্ত বিষয় সচেতন বাচ্চারা খুব ভালোভাবে ধারণ করতে পারবে আর পয়েন্ট লিখে তাকে কারেক্ট করতেও পারবে । যখন ভাষণ করে তখন কাউকেই স্মরণে থাকে না তাই কাগজ সামনে রাখে । বাচ্চারা তোমাদের মৌখিকভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে । ব্যারিস্টাররা খুব অভ্যাস করে । এরপর উকিল যখন প্রশ্ন করে তখন বই খুলে দেখে । তারপর বলে জজ সাহেব দেখো, অমুক আইনের বইয়ে এই কথা লেখা আছে । তাদের কাছে অনেক পয়েন্টস থাকে । ইঞ্জিনিয়রদেরও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে । তাই আমাদের এমন এমন প্ল্যান তৈরী করতে হবে । তোমাদেরও বিচার করতে হবে । বিভিন্ন বিষয়ের লিস্ট তৈরী করতে হবে । এই বিষয়ের উপর এই এই পয়েন্ট বোঝাবো । এরপর সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যাবে তখন সঠিক ভাষণ করতে পারবে । হঠাৎ ভাষণ দিতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে । এও ক্রমানুসারে অভ্যাসের ব্যাপার । তাই তো যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, তাদের ডাকে ভাষণ করার জন্য । মনে করে, এরা আমাদের বড় বোন । ভাইদের মধ্যে জগদীশ খুবই হুঁশিয়ার । তাহলে বলবে, এ বড় ভাই, তাই সম্মান তো করতেই হবে । আর বড়র কাজ হলো ছোটোদের শেখানো । স্কুলে তো আদব কায়দাও শেখানো হয় । এখানেও ব্যবহার খুব ভালো হওয়ার প্রয়োজন । দৈবগুণ ধারণ করতে হবে । মুডি হলে হবে না । কখনো মিষ্টি কথা, কখনো কুকথা .....এরা কখনোই সেবা করতে পারবে না । খুবই মিষ্টি হতে হবে । খুবই ভালোবেসে কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে তখনই ভালো পদ পাবে । সবাইকেই খুশী রাখতে হবে, রাজীও করাতে হবে । এ তো

তোমরা জানো যে বাবা এসেই সমস্ত মানুষকে খুশী করেন । তিনি হলেন সবার সদ্গতি দাতা, সবার সুখ - শান্তির দাতা । তিনি হলেন প্রেমের সাগর আবার সুখেরও সাগর । ইনি তোমাদের বাবা তাই বাবার মতোই মিষ্টি হতে হবে । তোমরা কল্পে কল্পে বাবার প্রচার করো । তোমরা হলে শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা, তোমরাই স্বর্গের স্থাপনা করো, এরজন্য সময়ও লাগে । যতক্ষণ না আসুরী গুণ পরিবর্তন হয়ে দৈবগুণ হয়ে যায় । আত্মার উপর যে জং লেগেছে তা কিভাবে দূর হবে ? যোগবলের দ্বারা । যত বাবার স্মরণে থাকবে ততই এই জং দূর হবে । বাচ্চাদের একটা মুরলীও মিস্ করা উচিত নয় । অনেক বাচ্চাই এমন গাফিলতি করে যে কখনো মুরলী পড়ে না । মুরলীতে অনেক ভালো ভালো পয়েন্টস পাওয়া যায় । তাই কখনোই মুরলী মিস্ করা উচিত নয় । কিন্তু বাবা জানেন যে ভালো ভালো বাচ্চারাও অনেকসময় মুরলীর পরোয়া করে না । তারা নিজেরাই মনে করে, আমরা হুঁশিয়ার । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সবাইকেই খুশি রাখতে হবে । মুডি হওয়া চলবে না । ভালো ব্যবহার শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে ।

২) প্রতি পদে সুপ্রীম সার্জনের মত নিতে হবে । শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে । সচেতন হয়ে নিজে পয়েন্টস ধারণ করতে হবে ।

বরদান :- মর্যাদার গণ্ডীর ভিতর থেকে ছত্রছায়ার অনুভবকারী মায়াজিত, বিজয়ী হও ।

ছত্রছায়া হল বাবার স্মরণের, যত স্মরণে থাকবে তাঁর সাথের অনুভব হবে । ছত্রছায়ায় থাকার অর্থ হল সর্বদা সুরক্ষিত থাকা । যারা সংকল্পেও ছত্রছায়ার বাইরে বের হয় তাদের উপরই মায়ার আঘাত আসে । ছত্রছায়ার নীচে, মর্যাদার গণ্ডীর ভিতর থাকলে কারোরই সাহস হবে না এর অন্দরে প্রবেশ করার । কিন্তু যদি গণ্ডীর বাইরে বের হও, মায়া খুবই হুঁশিয়ার, তাই বাবার সাথের অনুভব করে মায়াজিত হও ।

স্লোগান :- অশরীরী হওয়ার অভ্যাসই সমাপ্তির সময় নিকটে আনার আধার ।